যায়যায়দিন

তারিখ 27 FEB 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

বিডিআর বিদ্রোহ

শান্তিপূর্ণ সমাধান সবার কাম্য

বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) সদর দপ্তরে জওয়ানদের সশস্ত্র বিদ্রোহ আকস্মিক হলেও এটা যে দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিণতি কী তা কারো অজানা নয়। এটা যেনেও যারা বিদ্রোহ করেন তারা মৃত্যুর পরোয়া না করেই এ কাজটি করেন। বিদ্রোহীদের বর্তমান অনমনীয় অবস্থান সে কথাই স্পষ্ট করে দিচ্ছে। এ অবস্থায় সমস্যার সমাধানে সরকারকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এগোতে হবে।

গত বুধবার সকালে গুলি, গ্রেনেড ও বোমা ফাটিয়ে বিদ্রোহ শুরু করেন বিডিআর জওয়ানরা। এ ঘটনায় পিলখানা ও নিকটবর্তী এলাকায় সামরিক-বেসামরিক মিলিয়ে ৫০ জনের মৃত্যুর খবর জানা যাচ্ছে। আহতের সংখ্যা শতাধিক। তবে বিডিআর সদর দপ্তরে যে পরিমাণ গোলাগুলি হচ্ছে তাতে আহত-নিহতের সংখ্যা আরো কয়েকগুণ বেশি হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এরই মধ্যে এ বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি ক্রমেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই সরকারকে খুব দ্রুতই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

জানা যায়, রাইফেলস সপ্তাহ উপলক্ষে গত মঙ্গলবার বিডিআর সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রী গেলে বিডিআর সদস্যরা সীমান্তে দায়িত্বরতদের বেতনের সঙ্গে শতকরা ৩০ ভাগ সীমান্তভাতা প্রদান, রেশন শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি ও বিদেশি মিশনে বিডিআর সদস্যদের সুযোগ দেয়ার দাবি জানান। কিন্তু বিডিআর মুহাপরিচালক তাদের এ দাবি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌছানানি। ফলে দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও দাবি না মানার প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ বিডিআর সদস্যরা সশস্ত্র আন্দোলনে নেমে পড়েন।

বিদ্রোহের পর বিডিআর সদস্যরা মিডিয়ার মাধ্যমে দেশবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠি দেন। চিঠিতে তারা দেশবাসী ও সরকারের কাছে কিছু অভিযোগ ও দাবি জানিয়েছেন। যায়যায়দিনের রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের বক্তব্য হচ্ছে- দীর্ঘদিন ধরে সেনা অফিসাররা বিডিআর জওয়ানদের নির্যাতন-নিপীড়ন করে আসছেন। বিডিআরের জন্য বরাদ্দ অর্থে সেনা অফিসাররা নিজেদের পকেট ভারি করেছেন। অপারেশন ডাল-ভাতের টাকা বিডিআর জওয়ানদের দেয়ার বদলে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছেন। সেনা অফিসাররা তাদের মৌলিক অধিকার হরণ করেছেন। এ অবস্থায় দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় তারা এ বিদ্রোহ করেছেন। এখন তাদের দাবি হচ্ছে এ বঞ্চনার প্রতিকার এবং সেনা অফিসারের বদলে বিডিআর থেকে অফিসার নিয়োগের নতুন বিধান।

যারা বিদ্রোহ করেছেন এবং যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে তারা উভয়েই এ দেশের সন্তান। বাংলাদেশের সীমান্তের অতন্দ্রপ্রহরী বিডিআর আর দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের রক্ষক বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এ দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে বিডিআর জওয়ানদের পক্ষ থেকে যে অভিযোগগুলো এসেছে তার সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া জরুরি। এরই মধ্যে সরকার একটি উচ্চপদস্থ কমিটি গঠন করেছে। সরকারের দায়িত্ব হবে অভিযোগগুলোর যথাযথ তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া এবং জওয়ানদের দাবি পূরণে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া। এরই মধ্যে বিদ্রোহীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তাতেও খুব একটা বেশি কাজ হচ্ছে না। তাই এ মুহূর্তে বিদ্রোহীদের মনে সমস্যা সমাধানের বিশ্বাস জুগিয়ে তাদের অস্ত্রমুক্ত করতে হবে।

দেশরক্ষার জন্য যে বাহিনী সে বাহিনী যদি নিজেদের বিরুদ্ধেই অস্ত্র তুলে নেয় তবে তা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক। সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মাঝেই বর্তমানে বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে। আমরা এ পরিস্থিতির রক্তপাতহীন সমাধান চাই। সহজ সমাধান করতে সরকারকে কোনো পক্ষ থেকে প্রভাবিত না হয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান সরকার এ সমস্যার সহজ সমাধানে সাফল্যের পরিচয় দেবে। দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে হলে সর্বোপরি দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অতন্দ্রপ্রহরী বিডিআর ও সেনাবাহিনীর মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও চেইন অফ কমান্ড ঠিক রাখতে হলে এ সমস্যার দ্রুত ও সুষ্ঠু সমাধান অত্যন্ত জরুরি।